দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 AUG 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

পাঠকের অভিমত

ছাত্রদের প্রতি জিজ্ঞাসা

হোসেইন ইমাম

ঢাকাসহ দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাসে আজ বারুদের গন্ধ। এককালের ছায়াঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ শিক্ষা ভবনগুলো আজ গুলীর শব্দে কম্পিত। ছাত্রাবাসগুলোতে বইয়ের পরিবর্তে অস্ত্রের স্তূপ। জ্ঞান-সিক্ত স্নিগ্ধ শীতল মায়াবী পরিবেশ আজ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে বিঘ্নিত। একজন অভিভাবক হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে, একজন বন্ধু হিসেবে আজ ছাত্রদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, কেন এই পরিণতি? তোমরা কি ভুলে গেছ তোমাদের অতীতের ঐতিহ্যময় দিনগুলোর কথা? এইতো সেদিনও তোমরা একে অপরের হাত ধরে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছ, ধূলায় মিলিয়ে দিয়েছ দাম্ভিক এক স্বৈরশাসককে। তোমরা কি ভুলে গেছ, তোমাদের বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর এবং অতিসাম্প্রতিককালের গৌরবময় ভূমিকার কথা? তোমরা কি ভুলে গেছ সালাম, বরকত, আসাদ, নূর হোসেন ও মিলনের কথা। তোমরা তোমাদের ভাষাকে তোমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে দাওনি।

তোমরা আইয়ুবের আমলের স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নাওনি। তোমরা এরশাদের রক্তচক্ষুকে তোয়াক্কা করনি। যখনই এক একটি স্বৈরশাসক বাঙালী জাতির টুটি চেপে ধরতে চেয়েছে, প্রতিবার তোমরা তোমাদের রক্ত দিয়ে তা রুখে দাঁড়িয়েছ। প্রতিবার বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনেছ। তখনতো তোমাদের হাতে অস্ত্র ছিল না? তোমাদের অস্ত্রের কি প্রয়োজন? তোমাদের তারুণ্য, তোমাদের সাহস, দেশমাতৃকার প্রতি তোমাদের অকৃত্রিম ভালবাসাই তো এক একটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক একটি লেলিহান অগ্নিশিখা।

হে প্রিয় সন্তানেরা! হে বন্ধুরা! তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছ, বয়সের ভারে অবনমিত তোমাদের পিতার কথা, অভাব অনটনের সংসারের ঘানি টেনে টেনে ক্লান্ত, অবসন্ন স্নেহময়ী মায়ের কথা, তোমাদের ঘিরে তাদের স্বপ্নের কথা? তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছ, তোমাদের এক একটি আত্মঘাতী গুলী এক একটি পরিবারের স্বপ্নকে কিভাবে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে? তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছ, সাদা কাফনে মোড়ানো যৌবনপ্রাপ্ত সন্তানকে কোলে নিয়ে মায়ের কান্নার কথা? তোমরা কি ভুলে গেছ, তোমরা এদেশের অবহেলিত, নির্যাতিত, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র আশার প্রদীপ; ভগ্নস্বাস্থ্য কৃষকের, হাড্ডিসার ক্ষেতমজুরের একমাত্র সহায়সম্বল? তোমরা না গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছ? সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের সূচনালগ্নে আজ তোমরা কেন অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছ? গণতন্ত্র ও অস্ত্রের স্থান তো একসংগে হতে পারে না। ধৈর্য, সহনশীলতা, একে অন্যের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাই তো গণতন্ত্রের মূল কথা। তবে কেন তোমরা কথায় কথায় নিজের ভাইয়ের বুকে বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরছ? অস্ত্রের মহড়া তো গণতন্ত্রের চর্চা হতে পারে না। কারা তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, জানি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যারা তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে তাদের মানবিক মমত্ববোধ লোপ পেয়েছে। তারা অবশ্যই মানবিক বিকারগ্রস্ত। তারা কিছুতেই তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

তোমাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, তোমরা অস্ত্র পরিহার কর। সংঘাত বন্ধ কর। তোমাদেরকে রাজনীতি ত্যাগ করতে বলি না। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন। তোমরা তরুণ, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সাহসী। তোমাদেরইতো রাজনীতি মানায়। তোমরাইতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। শ্লোগান দিবে। মিছিল করবে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আমরা তো প্রবীণ, অথর্ব, ভীরু, স্বার্থপর। জীবনযুদ্ধে বন্দী, জীবনের মোহের কাছে পরাজিত।

আমাদের সেই সাহস ও মনোবল কোথায়? কিন্তু তার জন্য তো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তোমাদের পেশীবহুল হাতইতো এক একটি হাতিয়ার। তোমাদের সম্মিলিত বজ্রকন্ঠই তো সিংহাসন কাঁপানো হুংকার। তোমাদের বিদ্যাইতো মহাবিস্ফোরক। তোমাদের হাতের কলমই তো এক একটি মেশিনগান।

হে প্রিয় সন্তানেরা! আমরা তোমাদের দুঃখ বুঝি। আমরা জানি ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, বেকারত্বের বিভীষিকা তোমাদেরকে ছায়ার মত ঘিরে রাখে। আমরা জানি শোষণের ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের জ্বালায় তোমরা জ্বলছ। তোমরা বিভ্রান্ত, দিশেহারা। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের পথ তো নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে না। তোমাদের ক্ষোভ, তোমাদের আক্রোশ কাদের ওপর? তোমাদের দাবি কাদের কাছে? এদেশের রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও শাসকগোষ্ঠীর ওপর? তোমাদেরকে নিয়ে বেশী ভাববার সময় তাদের আছে কিনা জানি না। তারা তো সবাই ব্যস্ত। তারা তো রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তারা তো বাজেট আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। তারা তো ভ্যাট নিয়ে ব্যস্ত। তারা তো দেশে-বিদেশে সেমিনার ওয়ার্কশপে এটেন্ড করে করে, বক্তৃতা-বিবৃতি লিখে লিখে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। তারা তো ঋণ-চুক্তি সই করে করে, সাহায্যদাতাদের ফাই-ফরমায়েস খেটে খেটে পেরেশান হয়ে যাচ্ছে। তোমরা কিভাবে আছ, তোমরা ডাল খাচ্ছ, না ডালের পানি খেয়ে পেট ভরছ, মোটা দুর্গন্ধময় ভাত গিলছ, না ভাল চালের ভাত খাচ্ছ, হোস্টেলে, মেসে ডাবলিং করছ, না ট্রিপলিং করছ, বাসে চড়ছ, না বাদুড় ঝুলছ, তোমরা তিন বছরের কোর্স ক'বছরে শেষ করছ, ছাত্রজীবনেই তোমরা কিভাবে বুড়িয়ে যাচ্ছ,— তা নিয়ে ভাববার সময় তাদের কোথায়? আর অভিভাবক কিংবা পিতা-মাতার কথা বলছ? আমরা যারা বিত্তবান পিতা-মাতা তারা তোমাদেরকে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারি। আর যারা দরিদ্র, অক্ষম তারা কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আদেশকে মেনে নিয়ে তোমাদের নিরাপদে ঘরে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকতে পারি। নিজে না খেয়ে তোমাদের খাওয়াতে পারি। নিজেকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতে পারি। তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তোমাদের সুখের জন্য অশেষ করুণাময় আল্লাহর কাছে দিন-রাত প্রার্থনা করতে পারি। এর বেশী কিছু করার সাধ্য কি আমাদের আছে?

কাজেই, হে বন্ধুরা। তোমাদের সমস্যার সমাধান তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব তোমাদেরকেই বহন করতে হবে। তোমাদেরকেই হতে হবে তোমাদের নিজেদের ভাগ্যনির্মাতা। আর তার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন, সাধনা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রম—অস্ত্রের মহড়া নয়।

একে একে আজ দেশের সকল শিক্ষাঙ্গন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের হাতে অস্ত্র দেখে সমগ্র জাতি আজ ভীত, সন্ত্রস্ত। তোমরা অস্ত্র পরিহার করে বই হাতে এগিয়ে এস। ভেঙে ফেলো সব তালা। খুলে দাও সব শিক্ষার রুদ্ধদ্বার। এই হোক তোমাদের প্রতিবাদের ভাষা, তোমাদের জীবনকে ধ্বংসের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের সংগ্রামী কর্মপন্থা।